R. N. No. 2532/57

Phone No. RGG.112

Regd No.—WB/MSD—4

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং

লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

আপনার জীবনের

প্রতিদিনের সঙ্গী

হকিন্স প্রেসার কুকার

অনুমোদিত ডিলার :

প্রভাত ষ্টোর

[দুলুর দোকান]

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৭৮শ বর্ষ
২০শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১৫ই আশ্বিন বুধবার, ১৩৯৮ সাল
২রা অক্টোবর ১৯৯১ সাল।

নগদ মূল্য : ৫০ পয়সা
বার্ষিক ২৫৲

মহকুমা খাদ্য নিয়ামক অফিসের দুর্নীতির শেষ কোথায়

বিশেষ প্রতিবেদক : জঙ্গিপুর মহকুমা খাদ্য নিয়ামকের কার্যকলাপে মহকুমার রেশন ডিলার ও অন্যান্য লাইসেন্স হোল্ডাররা বড় বিপাকে পড়েছেন। পদে পদে তাঁদের পেট ভরাতে এইসব ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা প্রাণান্ত হচ্ছেন। মহকুমার দিকে দিকে নিযুক্ত দালালদেরও চোখ-রাঙানী সহ্য করতে হচ্ছে তাঁদের বলে একাধিক ব্যবসায়ী অভিযোগ করেন। অফিস থেকে নাকি এক নির্দেশ জারী হয়েছে—বাৎসরিক লাইসেন্স রিনিউ করতে হলে লাইসেন্স হোল্ডারকে নিজে এসে কনট্রোলারের সঙ্গে দেখা না করলে লাইসেন্স রিনিউ হবে না। হাজারপুরের জনৈক রথীন্দ্রনাথ দাস ফরাক্কা থানা এম আর ডিলার্স এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী। মহকুমা নিয়ামকের খুব কাছের মানুষ, মনের মানুষ হওয়ায় তাঁর নামে রয়েছে একটি এম আর ডিলার শপ, চালের হোলসেল লাইসেন্স এবং কয়লার লাইসেন্স। তাঁকে নাকি সপ্তাহের পাঁচ দিনই মহকুমা খাদ্য নিয়ামকের অফিসে, এমন কি তাঁর বাড়ীতেও ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। গত ২৪ ডিসেম্বর '৯০ তারিখের মেমো নং ৪৮১৭/এস সি জে/৯০ এ ফরাক্কার দেলওয়ারপুর গ্রামের সাম মহম্মদ বিশ্বাস এবং পাইকপাড়ার আসরাফুল সেখকে ষ্টক কম পাওয়ায় সাসপেণ্ড করা হয়। পরে এই রথীন্দ্রনাথই নাকি মুস্কিল আসানের ভূমিকায় নেমে দু'জনের শাস্তি মকুব করান। মহকুমা খাদ্য নিয়ামক সরকারী ক্ষমতা বলে বেবীফুড, কয়লা, কাপড়, চাল, ডাল, তেল প্রভৃতি বিবিধ লাইসেন্স ইস্যু ও খারিজ করার অধিকারী। সেই ক্ষমতার অপপ্রয়োগ নাকি এখন পুরোদমে চলছে এবং লাইসেন্স পেতে হলে বা টিকিয়ে রাখতে হলে গোপন মাসিক বা বাৎসরিক লেনদেনের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। ধুলিয়ানের ডিস্ট্রিবিউটার ইন্দ্রচাঁদ আগরওয়ালার সঙ্গে মহকুমা খাদ্য নিয়ামক শ্রীঠাকুরের বিরোধ শ্রীআগরওয়ালার লাইসেন্স বাতিল হয়। যা নিয়ে এখন শ্রীআগরওয়ালা মহামান্য হাই-কোর্টের শরণ নিয়েছেন। সাবজুডিস কেস সম্বন্ধে মন্তব্য অনুচিত বলে আমরা এ সম্বন্ধে মুখ খুলতে চাই না। কিন্তু এ ব্যাপারে জনগণের দুর্ভোগ বেড়ে সহ্যের সীমা ছাড়িয়েছে। কেননা ফরাক্কা, ধুলিয়ান প্রভৃতি অঞ্চলের ডিলারদের অরঙ্গাবাদের ডিস্ট্রীবিউটারের সাথে ট্যাগ করে দেওয়ায় সেখান থেকে ডিলারদের মাল নিয়ে আনতে হচ্ছে। ফলে বর্ষায় রাস্তাঘাট খারাপ থাকায় প্রায়ই ঐসব এলাকা মালের অভাবে ড্রাই হয়ে পড়ছে। এতে জনসাধারণের অসুবিধা হলেও মহকুমা খাদ্য নিয়ামক বা তাঁর অফিসের কর্মীদের কিছু যায় আসে না। তাঁরা এসবে কিছু মনেও করেন না। তাঁদের হাঁস সোনার ডিম পাড়লেই তাঁরা খুশী। সামসেরগঞ্জ এম আর ডিলার্স এসোসিয়েশনের অভিযোগ বর্তমানে এই দুর্নীতির জাল এমনভাবে (শেষ পৃষ্ঠায়)

স্বনিযুক্তি প্রকল্পে ঋণের ক্ষেত্রে নয়া ফরমান

বিশেষ সংবাদদাতা : আই আর ডি পি প্রকল্পের আইনানুযায়ী কোন ব্যক্তি একবার ঋণ পেলে তাকে ভবিষ্যতে কোন ঋণ দেওয়া যেত না। সম্প্রতি পঃ বঃ সরকারের শ্রম বিভাগের নয়া ফরমান (নং ২২১/আই আর-৩৬/৮৯ পিটি তাং ২৯-৬-৯১) অনুযায়ী স্থানীয় সংশ্লিষ্ট অফিসের চিঠি নং ৮২২ তাং ২১-৮ ৯১ এ জানান হয়েছে যে বর্তমানে এই বাধা তুলে নেওয়া হলো। ফলে যে কোন ব্যক্তি ঋণ নিয়ে ঋণ কাজে লাগাতে পারলে প্রয়োজনে তাঁকে পুনরায় ঋণ দেওয়া যাবে।

কর্মীদের মারধোরের প্রতিবাদে বাস ধর্ম্মঘট

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৫ সেপ্টেম্বর মেহেদীপুরে বাস দাঁড় করানো নিয়ে গ্রামের কিছু লোক 'দাতাবাবা' ও 'দাদাভাই' বাস দুটিকে আটক করে কর্মীদের মারধোর করে। ঐ ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয় সমস্ত রুটে বাস চলাচল বন্ধ করে দেন কর্মী ও বাস মালিকেরা। তাঁরা দাবী করেন আর টি এ বাস ষ্টপেজ সম্বন্ধে চূড়ান্ত ফায়সালা না করা পর্যন্ত কোন বাসই চালানো হবে না। ২৭ সেপ্টেম্বর এ ব্যাপারে মিটমাট করার জন্য জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের চেম্বারে বাস মালিক, বাসকর্মী, আর টি এ ও মহকুমা শাসক মিলিত হয়ে এক আলো-চনায় বসেন। সেখানে কোন (শেষ পৃষ্ঠায়)

জেলা আন্তঃ স্কুল ফুটবলে বিজয়ী জঙ্গিপুর স্কুল

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৮ সেপ্টেম্বর ডি এস এ-র অধীন জেলা আন্তঃ স্কুল চাম্পিয়ানশীপ ফুটবলের নক আউট টুরনা-মেন্টের ফাইনাল খেলায় স্থানীয় জঙ্গিপুর হাই স্কুল লালবাগের ইটোর হাই স্কুলকে ২—০ গোলে পরাজিত করে চাম্পিয়ান হয়। আজিমগঞ্জের ওয়াই এম এ ময়দানে অনুষ্ঠিত এই ফাইনাল খেলায় জয়ন্ত সরকার ও দীপক দাসের দেওয়া গোলে জঙ্গিপুর স্কুল বিজয়ী হয়। উল্লেখ্য, বিজয়ী দলকে ইনসেনটিভ এ্যাওয়ার্ড স্কীমে দশ হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হবে।

গত ২৬ সেপ্টেম্বর বহরমপুরে অনুষ্ঠিত ১৫ বছর অনূর্দ্ধ সাব-জুনিয়ার চ্যাম্পিয়ানশীপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় জঙ্গিপুর মহকুমা দল বহরমপুর সদরকে ১—০ গোলে পরাজিত করে বিজয়ী হয়।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?

শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।

সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।

ফোন : আর জি জি ১৬

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই আশ্বিন বুধবার ১৩৯৮ সাল

প্রতিকারহীন

আমাদের পত্রিকায় পূর্বে বেশ কয়েকবার পূর্ব সীমান্ত পথে বাংলাদেশে বিভিন্ন পণ্য-সামগ্রীর ব্যাপক চোরাচালানের কথা লেখা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে চোরাচালানের কারবার আরও ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে। পত্রিকার গত সংখ্যায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদন হইতে ইহা বুঝা যাইবে।

প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় যে, প্রতিদিন এপার বাংলা হইতে চাল, চিনি, লবণ, কলাই, দেশীমদ, সাইকেল, কাপড় প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে বাংলাদেশে বেআইনীভাবে পাচার করা হইতেছে। গবাদি পশু অজস্র পাচার করা হয়। সুযোগসন্ধানী মানুষ এই মওকা ছাড়িয়া দিতে চাহে না। কাজেই অনেকেই লক্ষ্মীদেবীর বরপুত্র হইয়া সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে। এই চোরাকারবারের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম গ্রামাঞ্চলে চাল, কেরোসিন ইত্যাদি আমল হইয়াছে এবং তাহা গগনচুম্বী দামে গ্রামবাসীদিগকে কিনিতে হইতেছে। জঙ্গিপুর শহর হইতে কিছু দূরে অবস্থিত রঘুনাথপুর গ্রামে বেআইনী কারবারের রমরমা চলে প্রকাশ্য দিবালোকে। পদ্মার তীরে প্রচুর অপেক্ষমান নৌকা পণ্য-বোঝাই হয় এবং সেগুলি নিরাপদে ওপার বাংলায় পাড়ি জমায়। যাহারা এই সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে, অল্পকালের মধ্যে তাহারা ধনকুবের বনিয়া যায়। এইরূপ ধনকুবের একাধিক জন বিস্ময়করভাবে ফুলিয়া-ফাঁপিয়া উঠায় সমাজনীতি, ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়া অভীষ্ট পূরণের পথে চলিতেছে।

অবশ্য এই দুই নম্বরী মানুষ বিভিন্নভাবে নিশ্চিন্ত প্রশ্রয় পাইতেছে বলিয়া এই কর্মে অগ্রসর হইবার দুঃসাহস লাভ করিতেছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যেমনভাবেই হউক, প্রশাসন তথা আধুনিক রাজনৈতিক চুম্বক চোরাকারবারীদের স্পর্দ্ধা বাড়াইয়া তুলিতেছে। সীমান্ত রক্ষী বাহিনী, পুলিশ প্রশাসন হয়ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কিংবা প্রতিকারে নামিতে গিয়া দেখেন যে, রাজনৈতিক আশ্রয়ে সকলে বেমালুম খালাস হইতেছে। আবার হয়ত তাঁহাদের উপর রাজনৈতিক চাপ পড়িতেছে, অতএব ঝামেলা বাড়াইতে তাঁহারা নারাজ হইতেছেন। অন্যভাবে মনে করা যায় যে, তাঁহারাও হয়ত তৃতীয় রিপুর তাড়নায় তৎপর হইয়া পড়েন।

রঘুনাথগঞ্জ স্কুল প্রসঙ্গে

[রঘুনাথগঞ্জ স্কুলের ১২ ক্লাস হওয়া এবং স্কুল সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে স্কুলের সম্পাদক গৌরীশঙ্কর দাসের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার নেন আমাদের প্রতিনিধি]

স্কুলের এম সি গঠিত হওয়া সত্ত্বেও টিচার্স ও এ্যাকডেমিক কাউন্সিল গঠন বা পূর্বের কমিটিকে আইনসিদ্ধভাবে পুনর্বহাল করা হয়নি বলে খবর। আপনি এ সম্বন্ধে কিছু বলবেন? গৌরীবাবু উত্তরে বলেন—স্কুলের সম্পাদক হিসেবে আমি যথাসময়ে প্রধান শিক্ষককে লিখিতভাবে পূর্বের টিচার্স কাউন্সিল ও এ্যাকাডেমিক কাউন্সিলকে পুনর্বহাল করে বর্তমান ম্যানেজিং কমিটির কর্মকালে কাজ চালাতে অনুরোধ করেছিলাম এবং আমার এই কাজ এম সি অনুমোদন করেছেন। এই কাউন্সিল দুটি গঠনের দায়িত্ব ম্যানেজিং কমিটির।

শিক্ষক দিয়ে কেরানির কাজ করানোর জন্য ঐ শিক্ষকের সমস্ত ক্লাসই 'অফ' যায় প্রশ্ন করলে সম্পাদক বলেন—একটি কেরানির পদ শূন্য থাকায় অফিসের কাজ একজন নয়, কয়েকজন শিক্ষকই পালা করে তাঁদের বিশ্রামের সময় বা ছুটির পর এবং ছুটির দিনেও করে থাকেন। শিক্ষক বিশেষের সমস্ত ক্লাস 'অফ' যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তা ছাড়া নির্দিষ্ট কোন শিক্ষকের সমস্ত ক্লাস অফ যায় কিনা তা ছাত্রদের কাছ থেকেই জানা যাবে। ১২ ক্লাসের মঞ্জুরী প্রশ্নে তিনি বলেন মঞ্জুরী হয়েছে শুনেছি, তবে এ সম্বন্ধে সরকারীভাবে কোন চিঠিপত্র এখনও পাওয়া যায়নি। মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ থেকে স্কুলের জন্যে ২৫ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন—প্রধান শিক্ষক ১৯-১২-৮৯ এবং ২২-৭-৯১ রঘুনাথগঞ্জ-১ পঞ্চায়েত সমিতির কাছে অর্থ সাহায্যের আবেদন করেছেন। এর বেশী স্কুল কর্তৃপক্ষ এখনও কিছু জানেন না। পেলে নিশ্চয়ই ভাল সংবাদ। ১২ ক্লাস খোলার ব্যাপারে যাবতীয় দায়-দায়িত্ব স্কুলের শিক্ষক অনুপ চক্রবর্তীকে দেওয়া হয় বলে যে খবর পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে সম্পাদককে সবিশেষ জানতে চাইলে তিনি বলেন—১২ ক্লাসের জন্য প্রথম আবেদন কর্ম প্রধান শিক্ষকের অনুরোধে অনুপবাবু এইচ এস কাউন্সিলে জমা দিয়ে আসেন মাত্র। তদ্বির করার জন্য স্কুল থেকে তাঁকে আর কোথাও পাঠান হয়নি। তবে আমার ধারণা ডি আই অফিস থেকে সুপারিশ এবং এইচ এস কাউন্সিলের অনুমোদন (যদি হয়ে থাকে) অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবেই হয়েছে। স্কুলের ছাত্রসংখ্যা, প্রতি বৎসর মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশংসাপূর্ণ ফলাফল, শিক্ষকদের যোগ্যতাপূর্ণ একনিষ্ঠ কর্মধারা, বিজ্ঞানসম্মতভাবে নব-নির্মীয়মান শ্রেণীকক্ষাদি, এ বৎসর এ এলাকায় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও পূর্বতন মহকুমা শাসকের জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের নিকট লেখা অনুরোধপত্রাদিই এর মূল কারণ। অবদান সম্বন্ধে কার অবদান বেশী সেটা ভাবা অযৌক্তিক। এ প্রসঙ্গে গৌরীবাবু আরও বলেন আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে ১৯৮৯ সালের ১০ জুন এই স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ, শহরের শিক্ষানুরাগী কিছু ব্যক্তি, বিভিন্ন ক্লাবের প্রতিনিধিবর্গ ও স্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলির যুবকবৃন্দ রঘুনাথগঞ্জের জনসাধারণের কাছে স্কুলকে ১২ ক্লাসে উন্নীত করবার জন্যে অর্থ সাহায্য ও সক্রিয় সহযোগিতা চেয়ে মিছিল করে আবেদন করেন। গত ৪-৬-৮৯ প্রধান শিক্ষকের আহ্বানে কিছু শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি এবং বিভিন্ন ক্লাবের প্রতিনিধি স্কুলকে উচ্চতর মাধ্যমিক করবার উদ্দেশ্যে এক বৈঠকে বসেন। তার ফলশ্রুতি হিসেবে উক্ত মিছিল হয় এবং গত ২৫-৬-৮৯ স্থানীয় রবীন্দ্রভবনে ছাত্রদের অভিভাবকগণ, ক্লাবসমূহের প্রতিনিধিবর্গ, তদানীন্তন স্কুল কমিটির সদস্যবৃন্দ ও রাজনৈতিক দলসমূহের যুবকগণ প্রধান শিক্ষকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে একটি সভা করেন। সেই সভায় জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সুশান্ত পাণ্ডেকে আহ্বায়ক করে একটি ষ্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হয়। দলমত নির্বিশেষে সেই কমিটিতে সদস্য নেওয়া হয়। ষ্টিয়ারিং কমিটিতে স্কুলের সম্পাদক ও প্রধান শিক্ষক না থাকলেও অর্থ সংগ্রহ ও অন্যান্য কাজকর্মের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে তাঁদের অনুরোধ করা হয়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আমি এবং সর্বক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক এই কমিটির সঙ্গে যুক্ত থেকে অর্থ সংগ্রহে সহায়তা করেন। অর্থ সংগৃহীত হতে থাকে এবং ঘর তৈরীর কাজ চলতে থাকায় ১২ ক্লাসের প্রধান অভাব গৃহ ক্রমশঃ পূরণ হয়। ম্যানেজিং কমিটির পক্ষ থেকে প্রধান শিক্ষকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গৃহ নির্মাণ সংক্রান্ত কাজকর্মে তাঁকে সাহায্য করার জন্য শিক্ষক দীপেন্দু চৌধুরীকে ভার দেওয়া হয় এবং তদানীন্তন ম্যানেজিং কমিটির সদস্য যতীন পাল ও তুলসীরঞ্জন বড়ালকে গৃহ নির্মাণের কাজের দেখাশুনা করতে অনুরোধ করা হয়। তাই (৩য় পৃষ্ঠায়)

দোষ কাহারও নয়। জাতীয়তাবোধের একান্ত অভাবেই এইরূপ হইতেছে। শুধু জঙ্গিপুর সীমান্ত নয়, সারা পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব সীমান্তে ব্যাপক চোরাকারবার চলিতেছে, আমরা দেশের ও দশের কল্যাণ বিস্মৃত হইয়া একান্ত আত্মসর্বস্ব হইয়া পড়িয়াছি। প্রতিকার কোথায়?

বন্যার্তদের সেবায় আত্মনিয়োগ করলো এন টি পি সি

নবারুণ পয়েন্ট : এনটিপিসি সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সেবায় যথাশক্তি নিয়োগ করে মুর্শিদাবাদ মালদা ও উত্তরবঙ্গের বানভাসি মানুষদের সঙ্গে তাদের একাত্মবোধের নিদর্শন তুলে ধরলো। এই বন্যায় হাজারে হাজারে মানুষ, গবাদি পশু বিনষ্ট হয়ে যায়, পথ-ঘাট নষ্ট নয়ে অধিবাসীদের চরম দুর্দশায় ফেলে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে এনটিপিসিও পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বন্যার্ত নরনারীদের ত্রাণ কার্যে এগিয়ে আসে। শুকনো খাবার, ত্রিপল, ওষুধপত্র এবং আরোও প্রয়োজনীয় সাহায্য নিয়ে এই সংস্থার স্বেচ্ছাসেবীরা প্রথম দিন থেকেই বিশেষ তৎপরতা দেখান। টাউনশিপের ৮ কিমি মধ্যে অস্থায়ী মেডিক্যাল ক্যাম্প খুলে রোগের চিকিৎসায় তাঁরা দিনরাত পরিশ্রম করেন। তাঁদের এই কাজে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন এমপ্লয়িজ ওয়েল ফেয়ার শাখা, উদিতা লেডিজ ক্লাব ও গঙ্গোত্রী ক্লাবের সভ্য-সভ্যারা।

ঘাটোয়ালের বিরুদ্ধে আন্দোলনে পুর কমিশনার

রঘুনাথগঞ্জ : সম্প্রতি স্থানীয় সদরঘাটে পুর আইন মতো নৌকা না রাখার প্রতিবাদে ঘাটোয়ালের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামেন পুর কমিশনার গৌতম রুদ্র। খবর, বেশ কিছুদিন থেকে ঘাট ইজারাদার আইন মত তিনখানি নৌকা ঘাট পারাপারে না রেখে মাত্র একখানি রাখায় পারাপারকারীরা খুব অসুবিধায় পড়ছেন। এ ব্যাপারে ইজারাদারকে অবহিত করেও কোন ফল না হওয়ায় ১৪ নং ওয়ার্ডের তরুণ কমিশনার গৌতম রুদ্র কয়েকজন অনুগামী নিয়ে ঘাটে চড়াও হলে ইজারাদার পুর সভার আশ্রয় নেন। সেখানে এক আলোচনায় ঠিক হয় ইজারাদার অন্ততঃপক্ষে দুটি নৌকা রাখবেন এবং এপার ওপারে ঘাটে নির্দিষ্ট ফরাসে নৌকা লাগাবেন। ফেরী নৌকায় মাঝিরা আলাদা ফরাসে নৌকা লাগাবেন ঘাটের নির্দিষ্ট ফরাসে নয়। গত ২৭ সেপ্টেম্বর সকালে জনৈক ফেরী মাঝি ঘাটের ফরাসে নৌকা বাঁধলে জঙ্গিপুর পারে কয়েকজন যাত্রীর সঙ্গে বচসা হয়। ফেরী মাঝি জোর জবরদস্তি নিয়ম মানতে না চাইলে কমিশনার গৌতম রুদ্র ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তাঁর নৌকা খুলে ভাসিয়ে দেন। ফেরী মাঝির হয়ে ইজারাদারের লোকেরা কমিশনারের সঙ্গে বিবাদ করায় এবং ঘাটে আলোচনা মত ২টি নৌকা না রাখায় শ্রীরুদ্র পারাপারকারীদের আন্দোলনের সামিল হয়ে ঘাটে পয়সা না দিতে অনুরোধ জানালে যাত্রীরা বিনা পয়সায় ঘাট পারাপার করতে থাকেন বলে জানা যায়। অন্য খবরে জানা যায় পুর কর্তৃপক্ষ শান্তিপূর্ণ মীমাংসার চেষ্টা চালাচ্ছেন। অভিযোগ, ইজারাদার দুটি পুর ঘাটেই নিয়মবহির্ভূত জুলুম চালাচ্ছেন এবং তাঁদের অত্যাচারে পারাপারকারী জনসাধারণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন।

স্কুল প্রসঙ্গে

(২য় পৃষ্ঠার পর)

আমার মতে স্কুলকে ১২ ক্লাসে উন্নীত করার ব্যাপারে রঘুনাথগঞ্জের জনসাধারণের অবদান ত আছেই, তাছাড়াও প্রধান শিক্ষক যাঁদের নির্দেশ এবং পরামর্শমত স্কুল যাতে এইচ এস এর অনুমোদন পায়, সেইমত অগ্রসর হয়েছেন, তাঁদের বিশেষ অবদান অবশ্যই আছে। স্কুলঘর তৈরীর জন্য নগদে ৫৫ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছে এবং প্রায় ৪৫ হাজার টাঃ নাকি অনাদায়ী আছে প্রশ্ন করলে সম্পাদকের উত্তর গত ২-৭-৮৯ হতে ১২-৫-৯০ পর্যন্ত নগদে ১ লক্ষ ৩ হাজার ১ শত ৭৯ টাকা সংগৃহীত হয়েছে এবং ৩৫ হাজার ৫শত ৩৬ টাকা অনাদায়ী আছে। প্রশ্ন : লুথারান সংস্থা ৫০ হাজার টাকার ভবন নির্মাণ সামগ্রী দিতে চেয়েছেন। উত্তরে গৌরীবাবু বলেন, ৪০ হাজার ২০ টাকা ৩০ পয়সা মূল্যের সামগ্রী তাঁরা দিয়েছেন। সম্পাদককে আরও প্রশ্ন করা হয়—অনুপবাবুর খবর অনুযায়ী ফরাক্কা থার্মাল (শেষ পৃষ্ঠায়)

অভিনব চুরি : মির্জাপুর : স্থানীয় রেল ষ্টেশনের সহকারী ষ্টেশন মাষ্টারের কোয়ার্টার থেকে গত ২৪ সেপ্টেম্বর রাতে চোরে ফ্রীজ, টিভি, জলের ফিল্টার, ২টি এ্যাটাচি বাক্স ও বেশ কিছু দামী জিনিষ চুরি করে। কিন্তু অভিনব ঘটনা ২৬ সেপ্টেম্বর ভোরে পথচারীরা দেখতে পায় সব চোরাই মালই কোয়াটারের পাশে সাজানো আছে। এদিকে গত ২৫ সেপ্টেম্বর রেলের পক্ষ থেকে থানায় চুরির রিপোর্ট করা হয়।

"বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে
মহাপূজার শুভলগ্নে
আনন্দ সঞ্চারে"

সর্ব্বাধুনিক পছন্দমত
পোষাকে
শিশু বালক বালিকার
বধূ ও কন্যার
মুখে হাসি ফোটাতে
বিপুল সংগ্রহ—

লক্ষ্মীনারায়ণ টেক্সটাইল

প্রযত্নে—কানাইলাল দত্ত
রঘুনাথগঞ্জ ★ তুলসীবিহার বাড়ী

Abridged Tender Notice No. 12 of 1991-92

Sealed tenders in printed Form as specified are Invited for the following works, from eligible tenderers as per particulars below and will be received by the Executive Engineer, Murshidabad Division, CBD, PWD. at the above noted office upto time and date fixed as follows :

1. Name of work : Repair & Maintenance to N.C.C. Buildings at Malda in the dist. of Malda.
2. Name of the Sub-Divn. : Malda Sub-Divn., C. B. D., P. W. D.
3. Contractors eligible to submit tenders : Enlisted class IV (R & B), Contractor of CBD and PWD. of the area concerned.
4. Estimated value of work put to Tender : Rs. 38483/-
5. Earnest Money : Rs. 962/-
6. Minimum Fixed deposit in CBD for exemption from payment of Earnest money : Rs. 1875/-
7. Last date of receiving application for permission of purchasing tender : 25. 10. 91 upto 2-00 P. M.
8. Last date for purchasing tender : 29. 10. 91 upto 3-00 P. M.
9. Last date & time limit for receipt of tender : 30. 10. 91 upto 2-00 P. M.
10. Date of opening of tender : 30. 10. 91 at 2-30 P. M.
11. Time of completion of work : 2 (Two) months from the date specified in the work-order.

Other information may be seen from the office of the undersigned.

Sd/- Executive Engineer, Murshidabad Division,
Constrn. Bd. Dte., P. W. D.

Memo No. 476 Int. M/Advt. Dt. 25. 9. 91

স্কুল প্রসঙ্গে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

কর্তৃপক্ষ স্কুলকে ৭২ হাজার টাঃ দেওয়ার অনুমোদন করেছেন। এ সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য কি? উত্তরে সম্পাদক বলেন—অর্থ মঞ্জুরের কোন চিঠি আমরা পাইনি। আমরা যোগাযোগ রেখে চলেছি। তদানীন্তন মহকুমা শাসক এ ব্যাপারে যথা-সাধ্য চেষ্টা করেন। এই স্কুল উচ্চ মাধ্যমিক হওয়ার ব্যাপারে অনুপবাবুর নাকি বিশেষ অবদান রয়েছে বলে যে খবর তার সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে সম্পাদক উত্তর দেন—এটা কোন কথাই নয়। অনুপবাবুর এ ব্যাপারে বিশেষ কোন অবদান নেই। তাঁকে আরও প্রশ্ন করা হয়, অনুপবাবু নাকি অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে স্কুল কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ সম্বন্ধে কিছু ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। এ সম্বন্ধে আপনার মতামত কী? সম্পাদক বলেন—অর্থ সংগ্রহের জন্যে যে কমিটি গঠিত হয়, তাতে অনুপবাবুও অন্তর্ভুক্ত একথা সত্য। তবে স্কুল কর্তৃপক্ষ বলতে নিশ্চয়ই স্কুলের সম্পাদক ও প্রধান শিক্ষককে বোঝাতে চেয়েছেন। টাকা আদায়ের ব্যাপারে এঁদের কোন প্রত্যক্ষ দায়িত্ব ছিল না। এঁরা সকলের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন—আমার দেওয়া তথ্যাদি স্কুলের রেকর্ডভিত্তিক এবং এই রেকর্ড স্কুলের সম্পাদক ও প্রধান শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থাকে। যে কোনও সংবাদদাতা অনায়াসে স্কুলের সম্পাদক ও প্রধান শিক্ষকের কাজ থেকে তা পেতে পারেন। তৎপরিবর্তে কোনও সংবাদদাতা পাঁচ বৎসর পূর্বে আগত একজন জুনিয়র শিক্ষকের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করলেন এবং একটি পত্রিকাতে তথ্যাদির সত্যতা যাচাই না করে প্রকাশ করা হল। রঘুনাথগঞ্জ স্কুলের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির জন্যে হয়ত কিছুটা ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে জনসাধারণকে ভুল তথ্য পরিবেশন করে স্কুলের ভাবমূর্তি নষ্ট করবার প্রয়াস পাওয়া হলো। আমার অনুরোধ, বর্তমানে মহকুমার শ্রেষ্ঠ স্কুল হিসাবে স্বীকৃত যে স্কুল এবং জেলার শ্রেষ্ঠ স্কুলগুলির মধ্যে যার স্থান আছে, সে স্কুল সম্বন্ধে ভুল তথ্য পরিবেশন না করে ভবিষ্যতে প্রয়োজনবোধে প্রকৃত তথ্য যেন স্কুলের সম্পাদক বা প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়। রাজনীতি করে দলমত নির্বিশেষে জনসাধারণের শুভেচ্ছার পবিত্র প্রতীক এই বিদ্যালয়কে যেন হেয় না করা হয়।

দুর্নীতির শেষ কোথায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ছড়িয়ে পড়েছে যে, হেড ক্লার্ক ভীষ্মনারায়ণ হালদার তাঁর মেয়ের বিয়েতে লক্ষাধিক টাকা খরচ করতেও দ্বিধা করেননি। সব টাকাই নাকি এসেছে কন্‌ট্রোলারের সহযোগিতায় ডিলার, ডিস্ট্রিবিউটারদের প্রণামী (চাঁদা) থেকে। সরকারী আমলার এই ধরনের ন্যক্কারজনক অনাচার করে বন্ধ হবে?

প্রতিবাদে বাস ধর্মঘট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ফয়সালা হয় না। শেষতক ২৮ সেপ্টেম্বর জেলা শাসকের কক্ষে এক দীর্ঘ আলোচনার শেষে সাময়িকভাবে এই ধর্মঘট প্রত্যাহিত হয় এবং ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে বাস চলাচল শুরু করে। আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জেলা বাস মালিক সংগঠনের সম্পাদক দেবীরতন চক্রবর্তী বলেন—এই ধর্মঘট তাঁরা করতে বাধ্য হন বর্তমান আর টি এ সুনীল মুখার্জীর খামখেয়ালী ও বিভিন্ন অনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে। শ্রীমুখার্জী এখানে আর টি এ হিসাবে আসার পর থেকে ষ্টেপেজ বাড়ানো কমানো, রুট পারমিট ইস্যু বা রিনিউ এর ব্যাপারে দালালের মাধ্যমে বাস মালিকদের উপর চাপ সৃষ্টি করছেন ও বিভিন্নভাবে টাকা পয়সা আদায় করছেন। তিনি কলকাতার চেনা অচেনা বিভিন্ন ক্লাবের রসিদ দিয়ে বড় রকমের চাঁদাও জুলুম করে আদায় করছেন। মালিকদের আরও অভিযোগ, বাসের ধোঁয়া শোধন পরীক্ষার মেসিনটি তিনি বহরমপুরের জনৈক কানাই দাস মজুমদারের নামে বেনামীতে চালিয়ে ভাল রকম পয়সাও কামাচ্ছেন। আর মেসিন চালানোর বিদ্যুতের মাশুল গুণছেন জেলা শাসকের অফিস।

শারদীয় অভিনন্দন গ্রহণ করুন :

VIMAL® A RELIANCE PRODUCT — Siyaram's

বিমল ও সিয়ারামসের স্যুটিংস্-সার্টিংস্, শাড়ী ও ড্রেস মেটিরিয়ালসের অনুমোদিত ডিলার আপনাদের পরিচিত—
মহাবীর বস্ত্রালয়, ফুলতলা, রঘুনাথগঞ্জ।
এছাড়া গোয়ালিয়র, ময়ূর ও অন্যান্য মিলের ধুতি, শাড়ী ও ছিটের বিক্রয় কেন্দ্র। আমাদের প্রতিষ্ঠানে আপনাদের জানাই সাদর আমন্ত্রণ।

বিনীত—
মহাবীর বস্ত্রালয়
ফুলতলা ★ রঘুনাথগঞ্জ
ফোন নং : আর জি জি ১০৭

বিঃ দ্রঃ—গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে ২ অক্টোবর থেকে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত স্যুটিং-সার্টিং-এ ২% বিশেষ ছাড়।

আর্থিক পুনর্বাসনে আপনাদের সেবায় :

শর্মিষ্ঠা ফাইনান্স লিঃ

গভঃ রেজিঃ নং ২১-৪৯৭২৫

SARMISTHA FINANCE LIMITED

রেজিঃ এবং হেড অফিস
দরবেশপাড়া : রঘুনাথগঞ্জ : মুর্শিদাবাদ
আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থী—
এ. মুখার্জী
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

আনন্দ সংবাদ — VIMAL® A RELIANCE PRODUCT — আনন্দ সংবাদ

বিমল এর স্যুটিং-সার্টিংস ও শাড়ীর অনুমোদিত শাখার শুভ উদ্বোধন হলো ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৯১ বুধবার আমার জঙ্গিপুর সাহেবাজারস্থিত কাপড়ের দোকান '*জৈন বস্ত্র ভাণ্ডার*'এ। আমাদের প্রতিষ্ঠানে আপনাদের জানাই সাদর আমন্ত্রণ। ৩০০ টাকার বেশী কেনাকাটা করলে লটারীর বিশেষ সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। অন্যান্য যে কোন মিলের কাপড়ের খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় কেন্দ্র।

বিনীত—
জৈন বস্ত্র ভাণ্ডার
জঙ্গিপুর সাহেবাজার

ফোন : জঙ্গিপুর ২৫

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে মনুজেন্দ্র পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।